দৈনিক
ইনকিলাব
তারিখ ... 06 JUL 2005
পৃষ্ঠা - ... কলাম - ...

ইনকিলাব : গতকাল গাওসুল আজম মসজিদ কমপ্লেক্সে নিজস্ব কার্যালয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও এবতেদায়ী শিক্ষকদের সুবিধা দান ৯০ শতাংশ মুসলমানের দাবী

–জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভায় আ ন ম এহছানুল হক মিলন

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সুবিধা দান দেশের ৯০ শতাংশ মুসলমানের দাবী। এ দাবী দেশের হাক্কানী সকল ওলামা-মাশায়েখদের প্রাণের দাবী। ওলামা-মাশায়েখদের দাবী পাশ কাটিয়ে আগামী দিনের লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে না। এই দাবী নিয়ে ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তার খেসারত আমাদেরই গুনতে হবে। আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই। ১৪ কোটি জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না তা হতে পারে না। তিনি বলেন, ইনকিলাব আয়োজিত মহাসম্মেলন প্রমাণ করে দিয়েছে কোন রাজনৈতিক দল না হওয়া সত্ত্বেও পীর-মাশায়েখরা একটি অন্যতম বৃহৎ শক্তি। তারা অনেক রাজনৈতিক দলের চেয়ে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ। এতবড় ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনও হয়নি। এ মহাসম্মেলনের পরও আমরা আমাদের চোখের রঙিন চশমা খুলছি না কেন সে প্রশ্ন এখন সর্বসাধারণের। জনগণের কাতার থেকে প্রশ্ন উঠেছে ওলামা-মাশায়েখদের মহাসম্মেলনও কি ভবিষ্যতের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে না? গতকাল (মঙ্গলবার) জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম. ৫-এর পৃ: ৪-এর ক: দেখুন

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভায় এহছানুল হক মিলন

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বাহাউদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা শাব্বীর আহমেদ মোমতাজী এবং যুগ্ম মহাসচিব ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান বক্তৃতা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ঢাকার অদূরে অবিলম্বে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলেন, সমাজে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, খুন-হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ এ সবকিছুর জন্য দায়ী করা হয় দারিদ্র্যতাকে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও এ সমাজের মানুষ। অথচ আজ পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষিতদের তেমন কোন সমাজবিরোধী কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণ মেলেনি। আর এর কারণ হচ্ছে ওলামা-মাশায়েখদের নৈতিক শিক্ষা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করে দেয়ার জন্য সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে। প্রধানমন্ত্রী আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও একটি মহলের চক্রান্তের কারণে আজও অনেক কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি বলেন, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও ঠুনকো অজুহাতগুলে সে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দেয়া হচ্ছে না।

প্রতিমন্ত্রী ওলামা-মাশায়েখদের এই মুহূর্তের অন্যতম প্রধান দু'টি দাবী নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অবহিত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সভাপতির বক্তৃতায় আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিক্ষক সমাজের ভাগ্যের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশী অবদান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের। মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। যার কারণে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন জন্মলগ্ন থেকে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদীদের পক্ষের শক্তি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী-আমলারাও ওলামা-মাশায়েখ ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না। জামায়াতে ইসলামী হাজারো চেষ্টা চালিয়ে ওলামা-মাশায়েখ ও মাদ্রাসা শিক্ষিতদের এই বৃহৎ শক্তিকে তাদের পক্ষে টানতে ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা ওলামা-মাশায়েখদের প্রাণের দাবী স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদানের বিরোধিতা করছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সুযোগ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী বারবার তাগিদ দিলেও কোন লাভ হয়নি। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ফাজিলকে ডিগ্রী ও কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়ার এ দাবী নিয়ে অনেক রাজনৈতিক দল ফায়দা লুটতে চাইবে। তারা প্রতিশ্রুতিও দেবে। কিন্তু জোট সরকারের আর প্রতিশ্রুতি দেয়ার সুযোগ থাকবে না। কারণ এটা তাদের গত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি ছিল। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা যাতে হাতছাড়া না হয় এখনই সে বিষয়ে সুরাহা করতে হবে।

কবি মাওলানা রুহুল আমীন খান বলেন, দেশে ইসলামী চেতনা জাগ্রত রাখার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু নানা মহলের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে মাদ্রাসা শিক্ষার এখন ত্রিশঙ্কু অবস্থা। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষার চরম বৈষম্যের কারণে এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষিতদের মান না দেয়ায় এবং চাকরি প্রতিযোগিতায় সুযোগ না থাকায় মাদ্রাসা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। দ্বীনি শিক্ষার চরম শত্রুরা মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সমাধানে সরকারের প্রচেষ্টাকেও ব্যাহত করছে। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, তার উত্তরসূরি হিসেবে বর্তমান সরকার এমনকি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেরও বিশেষজ্ঞ কমিটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে কিন্তু একটি চিহ্নিত মহল ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ফাজিল ও কামিলের মান দেয়ার দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দায়িত্ব দেয়া হলে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা থাকবে না।